১৩.৬. মায়া বা অজ্ঞান সম্পর্কে শঙ্করের মতবাদ

(Sankara's Doctrine of Māyā or Ajnānā)

বিভিন্ন উপনিষদে জগৎ সম্পর্কে দুটি বিরুদ্ধ উক্তি লক্ষ্য করা যায় : অনেক ক্ষেত্রে ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য বলা হয়েছে এবং জগৎকে মিথ্যা বলা হয়েছে; আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টারূপে উল্লেখ করে সৃষ্টজগৎকেও সত্য বলা হয়েছে। শঙ্কর তাঁর মায়াবাদে এই দুটি বিরুদ্ধ বাক্যের মধ্যে— জগতের **সত্যতা সাধক** এবং জগতের **সত্যতা নিষেধক বাক্যের মধ্যে— সঙ্গতি সাধন করেছেন**। বেদ-উপনিষদে 'মায়া' কথাটির উল্লেখ আছে। ঋকবেদে বলা হয়েছে 'ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে', অর্থাৎ মায়ার দ্বারা এক ইন্দ্র বহুরূপে (জগৎরূপে) প্রকাশিত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, 'মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ, মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্', অর্থাৎ এই প্রকৃতি (জগৎ) হচ্ছে মায়া এবং মায়া উপহিত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হচ্ছেন মায়াধীশ। **শঙ্কর উপনিষদ থেকে 'মায়া' কথাটি গ্রহণ করে ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন**। জগতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে, ন্যায়গতভাবে (logically), শঙ্করের মায়াবাদ-সম্মত ব্যাখ্যা যে অনেক বেশি ত্রুটিমুক্ত তা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। পাশ্চাত্যের অদ্বৈতবাদী দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza), হেগেল (Hegel), ব্রাড্‌লি (Bradley) প্রভৃতির জগৎ-বিষয়ক ব্যাখ্যা অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে, শঙ্করের ব্যাখ্যায় যাদের উদ্ভব হয়নি।

ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক কিরূপ?-শঙ্করের মতে এই প্রশ্ন অর্থহীন, কেননা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু সৎ নয়। ব্রহ্ম যদি শুদ্ধ চৈতন্য বা আত্মা হয় তাহলে, ন্যায়গতভাবে, ব্রহ্মের সঙ্গে (আত্মার সঙ্গে) অনাত্ম জগতের কোন সম্বন্ধ-বন্ধন থাকতে পারে না। সম্বন্ধ মাত্রই দুটি ভিন্ন বিষয়কে সম্বন্ধ করে। ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের উল্লেখ করলে ব্রহ্ম ও জগৎকে দুটি ভিন্ন সত্তা বলতে হয়; কিন্তু অদ্বৈতমতে জগৎ ব্রহ্ম-স্বতন্ত্র নয়, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে অনন্যত্ব সম্বন্ধ।

জগৎকে ব্রহ্মভিন্ন বললে তাদের মধ্যে আর কোন সম্বন্ধই হতে পারে না। অসীম ব্রহ্মকে সসীম জগতের **কারণ** বলা যায় না। কারণ ও কার্য দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা হওয়ায় কার্য যেমন কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও খণ্ডিত হয়, কারণও তেমনি কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও খণ্ডিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কারণরূপ ব্রহ্ম কার্যরূপ জগতের দ্বারা খণ্ডিত হবে; কিন্তু অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম বিভু বা সর্বব্যাপী। ব্রহ্মকে জগৎস্রষ্টারূপে ক্রিয়াশীল-কর্তা বলাও যাবে না, কেননা ক্রিয়ামাত্রই অভাবের সূচক। কোন না-পাওয়া লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য লাভের জন্যই কর্ম সাধিত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্কাম, ব্রহ্মের কোন কামনা নেই। এমন বলাও যাবে না যে, ব্রহ্ম তাঁর লীলা খেলার জন্য জগৎ রচনা করে নিজেকে **প্রকাশ করেন**, কেননা সসীম জগৎ অসীম ব্রহ্মের প্রকাশক হতে পারে না। জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলাও যায় না, কেননা সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয়—জগৎ কি সমগ্র ব্রহ্মের পরিণাম অথবা ব্রহ্মের অংশের পরিণাম? জগৎ সমগ্র ব্রহ্মের পরিণাম হলে জগতের ন্যায় ব্রহ্মও সীমিত হয়;

আবার জগৎ ব্রহ্মের আংশিক পরিণাম হলে ব্রহ্মকে সাংশ বলতে হয়। কিন্তু প্রথমত ব্রহ্মের কোন সীমা নেই এবং দ্বিতীয়ত ব্রহ্ম অংশবিশিষ্ট নয়।

এসব কারণে শঙ্কর বলেন যে **জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত**। বিবর্তবাদ অনুসারে, কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয় না— **কারণের বিবর্ত হল কার্য। কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় কিন্তু কার্যে পরিণত হয় না**। বিশিষ্টদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে, জগৎসৃষ্টি সত্য এবং সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে সূক্ষ্ম শক্তিরূপে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল; জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, পরিণাম নয়; ব্রহ্ম জগতে পরিণত হন না, জগৎরূপে প্রতিভাত হন মায়াশক্তির জন্য।

শঙ্করের মতে, 'মায়া' নামে এক ভ্রমসৃষ্টিকারী শক্তি আছে। মায়া উপহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর এই মায়াশক্তির প্রভাবে জগৎরূপে প্রকাশিত হন, আর বদ্ধজীব তার অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশত এক ব্রহ্মের পরিবর্তে জগতের নানাত্বকে সত্য বলে মনে করে। **শঙ্কর মায়াকে 'অবিদ্যা' বা 'অজ্ঞান'ও বলেছেন। ঈশ্বরের দিক থেকে যা মায়া, জীবের দিক থেকে তাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান।** মায়া ঈশ্বরের শক্তি-স্বরূপ, যাকে ঈশ্বর থেকে ভিন্ন করা যায় না। তবে, মায়াবী ঈশ্বর তাঁর মায়াজালে আবদ্ধ হন না। যাদুকরের যাদুশক্তির ন্যায় ঈশ্বরের মায়াশক্তিও কেবল অজ্ঞ ব্যক্তিকেই প্রতারিত করে। ভ্রম উৎপাদনকারী যাদু শক্তির দ্বারা যাদুকর যেমন মিথ্যা বস্তু সৃষ্টি করে এবং সেই যাদুতে মুগ্ধ দর্শকবৃন্দ প্রতারিত হয়ে মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলে মনে করে, তেমনি মায়াবী ঈশ্বর মায়াশক্তির দ্বারা যে মিথ্যা জগৎ রচনা করেন, অজ্ঞ ও বদ্ধ জীব সেই জগৎকে সত্য বলে মনে করে। কিন্তু মায়াধীশ ঈশ্বরের কাছে মায়াসৃষ্ট জগৎ সত্য নয় এবং যিনি ব্রহ্মবিদ তিনিও জানেন যে জগৎ-প্রপঞ্চ মিথ্যা—নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য। বদ্ধজীবের কাছেই জগৎ আছে, জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর আছেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে মায়াময় জগৎ নেই, মায়াবী ঈশ্বর নেই, —আছে কেবল নির্গুণ অসঙ্গ ব্রহ্ম। এভাবে, মায়ার উল্লেখ করে, শঙ্কর উপনিষদের দুটি উক্তির মধ্যে সঙ্গতি বিধান করেন— ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে নির্গুণ ব্রহ্মই কেবল সত্য। বদ্ধজীবের কাছে, ব্রহ্ম সত্য এবং মায়াধীশ ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎও সত্য।

সদানন্দ তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে শঙ্করের মায়া বা অজ্ঞান সম্পর্কে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে বলেছেন, 'সদ্-অসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ম্ ত্রিগুণাত্মকম্ জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপম্ যদ্‌কিঞ্চিদিতি'। অর্থাৎ—

(১) **মায়া 'সদ্-অসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ম্'**। অর্থাৎ মায়া (বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান) সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসৎও নয়, আবার অনুভবও নয়। **মায়া সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বাচ্য**। যা অবাধিত কেবল তাই সত্য। ব্রহ্মের সত্তা কখনও বাধিত হয় না। তাই ব্রহ্ম সত্য। মায়াসৃষ্ট বা অজ্ঞান সৃষ্ট জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। মায়াময় জগৎ তাই ব্রহ্মের ন্যায় অবাধিত সত্য নয়। আবার মায়াসৃষ্ট বা অজ্ঞানসৃষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চ বদ্ধজীবের কাছে প্রতিভাত হয়। কাজেই জগৎ আকাশ-কুসুমের মতো অসৎও নয়। **যা ব্রহ্মের মতো সৎ নয়, আবার আকাশকুসুমের মতো অসৎ নয়, শঙ্কর তাকেই 'মিথ্যা' বা 'মায়া' বলেছেন**। এই অর্থে, জগৎ মিথ্যা বা মায়া। মায়ার দুটি শক্তি আছে—**আবরণ ও বিক্ষেপ**। মায়াশক্তি প্রথমত সত্যের স্বরূপকে আবৃত করে এবং দ্বিতীয়ত সত্যের স্থলে মিথ্যাকে প্রকাশিত করে। মায়ার আবরণশক্তির দ্বারা এক ব্রহ্ম আবৃত হয়; মায়ার বিক্ষেপশক্তির দ্বারা ব্রহ্মের পরিবর্তে জগৎ-প্রপঞ্চ প্রতিভাত হয়।

মায়া-উপাধির দ্বারা উপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর, আর অবিদ্যা বা অজ্ঞান উপাধি দ্বারা সীমিত ব্রহ্মই জীব। অর্থাৎ মায়ার সঙ্গে যুক্ত ঈশ্বর, অজ্ঞান বা অবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত জীব। ঈশ্বরের মায়াশক্তি থেকে যেমন জগতের উৎপত্তি, তেমনি আবার জীবাশ্রিত অবিদ্যা বা অজ্ঞান থেকেও জগতের উৎপত্তি। বদ্ধজীব যেমন অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশত রজ্জুতে সর্পের সৃষ্টি করে, তেমনি ঐ অজ্ঞানবশত এক ব্রহ্মস্থলে জগৎভ্রম উৎপন্ন করে। রজ্জুর অজ্ঞানের জন্য রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। ব্রহ্ম সম্পর্কে অজ্ঞানের জন্য ব্রহ্মস্থলে জগৎভ্রম হয়। মায়ার ন্যায় অবিদ্যা বা অজ্ঞানেরও দুটি শক্তি আছে—**আবরণ** ও **বিক্ষেপ**। আবরণ-শক্তির দ্বারা অধিষ্ঠান আবৃত হয়, আর বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা অধিষ্ঠানস্থলে এক মিথ্যা বস্তু প্রতিভাত হয়। রজ্জুর অজ্ঞান প্রথমত আবরণ-শক্তির দ্বারা রজ্জুকে আবৃত করে এবং দ্বিতীয়ত বিক্ষেপশক্তির দ্বারা রজ্জুস্থলে সর্পের বিক্ষেপ হয় অর্থাৎ সর্প প্রতিভাত হয়। তেমনি, জীবাশ্রিত অজ্ঞান প্রথমত ব্রহ্মকে আবৃত করে এবং দ্বিতীয়ত ব্রহ্মস্থলে জগতের বিক্ষেপ ঘটায়।

তবে, অবিদ্যাকে 'জীবাশ্রিত' বলার মধ্যে কিছু দোষ আছে এবং শঙ্কর সম্ভবত আক্ষরিক অর্থে অবিদ্যাকে 'জীবাশ্রিত' বলেননি। শঙ্করের মতে, জীবই ব্রহ্ম— 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। জীব ও ব্রহ্ম যদি স্বরূপত অভিন্ন হয়, তাহলে জীবের ব্রহ্ম-অতিরিক্তভাবে অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, এবং সেক্ষেত্রে 'জীবাশ্রিত অবিদ্যা' থেকেও জগতের উৎপত্তি হতে পারে না। তাছাড়া, জীবাশ্রিত অবিদ্যা থেকে জগতের উৎপত্তি হলে, প্রত্যেক জীবের জগৎ ভিন্ন ভিন্ন হবে; কিন্তু বাস্তবত সকল জীবের কাছেই জগৎ একইরূপে প্রতিভাত হয়। এজন্য, জগতের উৎপত্তির কারণ স্বরূপ, জীবাশ্রিত অবিদ্যার পরিবর্তে এক **সাধারণ অবিদ্যা** স্বীকার করতে হয়। জীবাশ্রিত অবিদ্যা হচ্ছে **তুলাবিদ্যা**, আর সাধারণ অবিদ্যা হচ্ছে **মূলাবিদ্যা**। **এই সাধারণ অবিদ্যা অর্থাৎ মূলাবিদ্যাকেই শঙ্কর ঈশ্বরের 'মায়াশক্তি' বলেছেন।** কাজেই, জীবাশ্রিত অবিদ্যার পরিবর্তে ব্রহ্মাশ্রিত মায়াকেই জগতের কারণরূপে গণ্য করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

(২) **মায়া 'ত্রিগুণাত্মকম্'**। সাংখ্যের ত্রিগুণা প্রকৃতির ন্যায় মায়া জড়াত্মক, সক্রিয় ও পরিণামী। উপনিষদেও মায়াকে 'ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি' বলা হয়েছে— 'মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ'। সাংখ্যের প্রকৃতি থেকে যেমন জগতের উৎপত্তি, মায়া থেকেও তেমনি জগতের উৎপত্তি। পার্থক্য হল— সাংখ্যমতে জগৎ প্রকৃতির পরিণাম এবং পরিণামী জগতের পশ্চাতে মূল প্রকৃতিই সত্ত্বস্তু। সাংখ্য দ্বৈতবাদী। সাংখ্য মতে জগতের মূল তত্ত্ব দুটি—পুরুষ (আত্মা) এবং প্রকৃতি (জড়)। অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে, প্রকৃতিসম মায়ার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। ব্রহ্মই একমাত্র সত্ত্বস্তু এবং মায়া এক শক্তিভিন্ন অন্যকিছু নয়।

(৩) **মায়া 'জ্ঞানবিরোধী'**। মায়ার প্রভাবে বদ্ধজীব তার অজ্ঞানবশত মায়াসৃষ্ট জগৎকেই সত্য মনে করে। মায়া-উপহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর, মায়াশক্তির দ্বারা বহুবিচিত্রজগৎ রচনা করেন এবং অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশত বদ্ধজীব সেই জগৎকে সত্য বলে মনে করে। কাজেই, বদ্ধজীবের কাছে মায়া জ্ঞানবিরোধী। মায়া সত্যের স্বরূপ আবৃত ক'রে মিথ্যাকে প্রকাশিত করে— ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত ক'রে জগৎ-প্রপঞ্চ প্রকাশিত করে। যতক্ষণ মায়ার প্রভাব ততক্ষণই জগতের অস্তিত্ব। ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া তিরোহিত হয়, অবিদ্যার নাশ হয় এবং জগৎও মরীচিকার ন্যায় বিলীন হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে মায়াময় জগৎ নেই, মায়াধীশ ঈশ্বর নেই, আছে কেবল নির্গুণ অসঙ্গ ব্রহ্ম।

(৪) **মায়া 'ভাবরূপম্'**। মায়া কেবল অভাবের সূচক নয়, ভাবেরও সূচক; মায়া কেবল অজ্ঞান-সূচক নয়, জ্ঞানসূচকও। মায়াশক্তির বা অজ্ঞানের যে দুটি দিক আছে তার একটি অভাবাত্মক হলেও অন্যটি ভাবাত্মক। মায়ার বা অজ্ঞানের দুটি দিক হল—**আবরণ** ও **বিক্ষেপ**। প্রথমটি অভাবাত্মক, দ্বিতীয়টি ভাবাত্মক। মায়া সৎঅধিষ্ঠান ব্রহ্মকে আবৃত করে। এটা অভাবাত্মক দিক। মায়া সৎ অধিষ্ঠানে (ব্রহ্মস্থলে) **মিথ্যা জগৎকে আরোপ (বিপেক্ষ) করে**। এটা ভাবাত্মক দিক। আবরণের দিক থেকে মায়া 'জ্ঞানাভাব'। বিক্ষেপের দিক থেকে মায়া 'মিথ্যাজ্ঞান'। কাজেই, মায়া মূলগত জ্ঞানাভাব ও মিথ্যাজ্ঞান। 'মিথ্যাজ্ঞান', 'জ্ঞানের অভাব' নয়। মিথ্যাজ্ঞান হল—একবস্তুর স্থলে অন্যবস্তুর জ্ঞান—ব্রহ্মের স্থলে জগতের জ্ঞান।

(৫) **মায়া 'যদ্‌কিঞ্চিৎ'**। মায়া সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বচনীয় হলেও মায়া নিছক শূন্যতা নয়, মায়া 'একটা কিছু' অর্থাৎ 'যদ্‌কিঞ্চিৎ'। মায়াময় জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হলেও তা নিছক শূন্য নয়, তা একটা কিছু। মায়াময় জগৎ-প্রপঞ্চের পরমার্থিক সত্তা না থাকলেও তার ব্যবহারিক সত্তা আছে। উপনিষদে মায়াকে 'অঘটন-ঘটন-পটিয়সী-শক্তি' বলা হয়েছে। এই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী-শক্তির দ্বারা সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা হলেও তা 'একটা কিছু'। 'মিথ্যা', 'অলীক' থেকে ভিন্ন। 'অলীক' কোন কিছুই নয়, কিন্তু 'মিথ্যা' 'একটা কিছু'।

'ইতি' অর্থে (যদ্‌কিঞ্চিদিতি) 'ইত্যাদি', অর্থাৎ মায়ার আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। যেমন—

(৬) **মায়া জ্ঞান-নিরাস্য**। জ্ঞানের উদয় হলে মায়ার নিরাস হয়, অর্থাৎ মায়ার আর কার্যকারিতা থাকে না। জ্ঞানের উদয় হলে মায়া অন্তর্হিত হয়, বিদ্যার আবির্ভাব হলে অবিদ্যার নাশ হয়। অধিষ্ঠানের জ্ঞান হলে মায়ার আর কোন কার্যকারিতা থাকে না। অধিষ্ঠান রজ্জুর জ্ঞান হলে সর্পভ্রম অন্তর্হিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎপ্রপঞ্চ অন্তর্হিত হয়।

(৭) **মায়া অনাদি কিন্তু অন্তবিশিষ্ট**। মায়ার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা যায় না। মায়া তাই অনাদি। ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া অন্তর্হিত হয়, অজ্ঞান বা অবিদ্যার নাশ হয়। মায়া তাই অন্তবিশিষ্ট।

(৮) **ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয় ও বিষয়**। মায়াশক্তি নিরালম্ব থাকতে পারে না এবং তা অলীক বস্তুকেও আশ্রয় করে থাকতে পারে না। যা অলীক তা কোন কিছুর আশ্রয় নয়। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। কাজেই ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয় ও বিষয়। ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় হলেও মায়াশক্তির দ্বারা তিনি কিছুমাত্র প্রভাবিত হন না। যাদুকর যেমন তার মায়াজালে নিজে আবদ্ধ হন না, অমানিশার কৃষ্ণবর্ণ যেমন বর্ণহীন আকাশকে স্পর্শ করে না, তেমনি ব্রহ্মকেও মায়া স্পর্শ করতে পারে না। ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় ও বিষয় হলেও মায়াশক্তির দ্বারা অপরিণামী ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন হয় না। বদ্ধজীবই কেবল মায়াশক্তির প্রভাবে, ব্রহ্মের বিবর্ত জগৎকে সত্য বলে মনে করে, যাদুকরের মায়াজালে যেমন দর্শকবৃন্দ প্রতারিত হয়ে একটি মুদ্রার স্থলে দশটি মুদ্রাকে সত্য বলে মনে করে।

১৩.৭. সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ (Doctrine of three levels of existence)

অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। শঙ্করের এই অভিমতকে উল্লেখ করে অনেকে বলেন— অধ্যাত্মবাদী শঙ্কর সকলের অনুভবসিদ্ধ যে জগৎ তাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, শঙ্করে এই অভিমত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ অথবা মাধ্যমিক শূন্যবাদেরই নামান্তর। বিজ্ঞানবাদীদের মতে, 'মনের ভাব' অতিরিক্তভাবে জগৎ নেই; শূন্যবাদ অনুসারে, জগৎ নিঃস্বভাব,

শূন্য। শঙ্কর জগৎকে 'মিথ্যা' বলে বৌদ্ধমতকেই অনুসরণ করেছেন। কাজেই, **অভিযোগ হল— শঙ্কর প্রকৃত অর্থে অদ্বৈতপন্থী নন, আসলে তিনি একজন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী।**

কিন্তু শঙ্করের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যথাযোগ্য নয়। বাস্তবিক পক্ষে, শঙ্কর বিজ্ঞানবাদীদের ন্যায় বাহ্যবস্তুকে 'মনের ভাব' বলেননি; আবার শূন্যবাদীদের ন্যায় জগৎকে নিঃস্বভাবও বলেননি, বরঞ্চ জগতের পশ্চাতে এক সনাতন অধিষ্ঠানকে শঙ্কর স্বীকার করেছেন। **পারমার্থিক দিক থেকে শঙ্কর অধ্যাত্মবাদী হলেও জ্ঞানীয় দিক থেকে শঙ্কর বস্তুবাদী (realist)।** শঙ্কর জগৎকে 'মিথ্যা' বলেছেন কিন্তু 'অসৎ' বা 'অলীক' বলেননি। 'মিথ্যা' ও 'অসৎ' (অলীক) সমার্থক নয়। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা কিন্তু অসৎ নয়।

শঙ্করের মতে জ্ঞান মাত্রই সবিষয়ক অর্থাৎ জ্ঞান হচ্ছে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের সম্বন্ধ। কেবল জ্ঞাতা থাকলে জ্ঞান হয় না, আবার কেবল বিষয় থাকলেও জ্ঞান হয় না। জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের সম্বন্ধই হচ্ছে জ্ঞান। স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা নির্বিষয় নয়। ভ্রমজ্ঞানের বিষয় থাকে। ব্যবহারিক প্রমাজ্ঞানও সবিষয়ক। কেবল অলীক বস্তুর শব্দজনিত জ্ঞান নির্বিষয়ক। যেমন— 'বন্ধ্যাপুত্রের', 'শশশৃঙ্গের' শব্দজনিত জ্ঞানের কোন বিষয় নেই। কাজেই, স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা, ভ্রমজ্ঞানের বিষয়, বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক বা অসৎ নয়। যা অসৎ বা অলীক তা নিঃস্বভাব তা কখনও ভাবরূপে প্রতিভাত হয় না। বন্ধ্যাপুত্র বা শশশৃঙ্গ কখনও প্রতিভাত হয় না। স্বপ্নের বিষয় বা ভ্রমজ্ঞানের বিষয় নিঃস্বভাব নয়। স্বপ্নের বিষয় স্বপ্নকালে ভাবরূপে প্রতিভাত হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রমে ভ্রমকালে সর্প প্রতিভাত হয়। ব্যবহারিক প্রমাজ্ঞানের বিষয় জাগতিক ঘট-পটাদির ভাবরূপে প্রকাশ সম্পর্কেও কোন বিতর্ক নেই। স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতার বা ভ্রমজ্ঞানের বিষয় ব্যক্তিবিশেষের কাছে প্রতিভাত হয়, আর ব্যবহারিক প্রমাজ্ঞানের বিষয় সকলের কাছে প্রতিভাত হয়। কাজেই, **শঙ্করের সিদ্ধান্ত হল- এসব জ্ঞানের বিষয়, ভ্রমজ্ঞান অথবা প্রমাজ্ঞানের বিষয়, বন্ধ্যাপুত্রের মতো অসৎ নয়।**

আবার, **শঙ্কর বলেন, জ্ঞানীয় বিষয় সৎও নয়।** যা কখনও বাধিত হয় না, যা সর্বদা অনুবর্তমান, কেবল তাই সৎ। জ্ঞানীয় বিষয়মাত্রই বাধিত হয় বলে তা সৎ নয়, তা মিথ্যা। স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থায় বাধিত হয় বলে তা সৎ নয়, মিথ্যা। রজ্জুতে সর্পভ্রমে অধিষ্ঠানের (রজ্জুর) জ্ঞান হলে সর্পের জ্ঞান বাধিত হয়। এজন্য ঐ ভ্রমজ্ঞানের বিষয় যে সর্প তা সৎ নয়, মিথ্যা। প্রমাজ্ঞানের বিষয় ঘট পটকেও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেসব ক্ষেত্রে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মাই অনুবর্তমান। ব্রহ্মের বা আত্মার সঙ্গে সংস্পর্শের ফলেই ঘট পট প্রভৃতি প্রমাজ্ঞানের বিষয় ভাবরূপে প্রতীত হয়। অধিষ্ঠান ব্রহ্মের বা আত্মার জ্ঞান হলে প্রমাজ্ঞানের বিষয় ঘট পটও বাধিত হয়। কাজেই, **সকলের অনুভবসিদ্ধ ব্যবহারিক জগৎও সৎ নয়, মিথ্যা। ত্রিকাল অবাধিত ব্রহ্ম বা আত্মাই কেবল পরমার্থসৎ।**

তাহলে, ভ্রমজ্ঞান ও প্রমাজ্ঞানের বিষয় প্রথমত, বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ বা নিঃস্বভাব নয়, কেননা তা ভাবরূপে প্রতিভাত হয়, এবং দ্বিতীয়ত, ভ্রমজ্ঞান বা প্রমাজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মের ন্যায় সৎও নয়, কেননা তা ত্রিকাল অবাধিত নয়। **যা সৎ নয়, আবার অসৎও নয়, অর্থাৎ যা সদসদ্বিলক্ষণ, শঙ্কর তাকেই 'মিথ্যা' বলেছেন।** মিথ্যা অনির্বচনীয়। স্বপ্নের বিষয়, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় এবং প্রমাজ্ঞানের বিষয় সৎ নয়, অসৎও নয়। যা কখনও বাধিত হয় না, তাই সৎ। যা কখনও প্রতিভাত হয় না, তাই অসৎ। প্রমাজ্ঞানের বিষয় জগৎ ভাবরূপে প্রতিভাত হয়, তাই অসৎ নয়; আবার ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ বাধিত হয়, তাই সৎ নয়। জগৎ সদসদ্ নয়, তাই মিথ্যা।

ভ্রমজ্ঞান ও প্রমাজ্ঞানের বিষয় উভয়কেই 'মিথ্যা' বললে তাদের মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে তা অস্বীকার করা হয় না। এই দুই প্রকার জ্ঞানের পার্থক্য সর্বসম্মত। স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা ও ভ্রমজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের কিন্তু প্রমা সকলের অনুভবসিদ্ধ। শঙ্কর ভ্রমজ্ঞান ও প্রমাজ্ঞানের বিষয়কে 'মিথ্যা' বললেও তাদের মধ্যে পার্থক্যকে অস্বীকার করেননি। **সত্ত্বাত্রৈবিধ্যবাদে** শঙ্কর এই দুই প্রকার জ্ঞানের পারস্পরিক পার্থক্য এবং এই দুই প্রকার জ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্মোপলব্ধির পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন।

স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা ও ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের প্রাতিভাসিক সত্তা আছে; প্রমাজ্ঞানের বিষয়ের ব্যবহারিক সত্তা আছে; আর ব্রহ্ম বা আত্মার পারমার্থিক সত্তা আছে। শঙ্করের এই অভিমতকেই বলা হয় 'সত্ত্বাত্রৈবিধ্যবাদ'। স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতার বিষয় স্বপ্নকালে সত্তাবান হলেও জাগ্রত অবস্থায় বাধিত হয়। ভ্রমজ্ঞানের বিষয় ভ্রমকালে সত্তাবান হলেও অধিষ্ঠানের (যথা—রজ্জুর) জ্ঞান হলে (সর্পজ্ঞান) বাধিত হয়। স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা বা ভ্রমজ্ঞানের বিষয় ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ তারা ব্যক্তিবিশেষের কাছে প্রতিভাত হয়। ভ্রমজ্ঞানের বিষয় ভ্রমকালে প্রতিভাত হওয়ায় তা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ নয়, তবে মিথ্যা। শঙ্কর এজাতীয় মিথ্যাকে বলেছেন **'ব্যবহারিক মিথ্যা'**। প্রমাজ্ঞানের বিষয় মিথ্যা হলেও এই প্রকার নয়। প্রমাজ্ঞান সর্বানুভবসিদ্ধ হওয়ায় তাদের ব্যবহারিক সত্তা গ্রাহ্য করা যায় না। প্রমার বিষয় সাধারণের অনুভবের বিষয়—জ্ঞাতা মাত্রই প্রমার বিষয়কে সৎ বলে মনে করে। ঘট পট জাতীয় প্রমার বিষয়কে একজন প্রত্যক্ষ না করলে অপরে প্রত্যক্ষ করতে পারে, অর্থাৎ প্রমার বিষয় ব্যক্তিবিশেষের অনুভবের ওপর নির্ভরশীল নয়। তবে, প্রমাজ্ঞানের বিষয়ও অবাধিত নয়— ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে নামরূপের জগৎ—ঘটপটের জগৎ—বাধিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান কোনভাবেই বাধিত হয় না।

যা অবাধিত তা মিথ্যা হতে পারে না, তা পরমসৎ। এজন্য শঙ্করের মতে ব্রহ্মকে 'মিথ্যা' বলা যায় না— ব্রহ্মেরই কেবল পারমার্থিক সত্তা আছে। কাজেই, জগৎবিষয়ক প্রমাজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হওয়ায় জগৎ-ও সদসদ্‌বিলক্ষণ অর্থাৎ মিথ্যা। জগৎ বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ নয়, কেননা তা ভাবরূপে সকলের কাছে প্রতিভাত হয়; আবার জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় সৎ নয়, কেননা তা ব্রহ্মজ্ঞানে বাধিত হয়। শঙ্কর জগতের মিথ্যাত্বকে **'পারমার্থিক'** বলেছেন, অর্থাৎ **জগৎ পারমার্থিক মিথ্যা**। স্পষ্টতই, ভ্রমজ্ঞান ও প্রমাজ্ঞানের বিষয় মিথ্যা হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। **ভ্রমজ্ঞানের মিথ্যাত্ব ব্যবহারিক, জগৎ-বিষয়ক প্রমাজ্ঞানের মিথ্যাত্ব পারমার্থিক। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই কেবল পারমার্থিক সত্তা বা সত্যতা আছে। ব্রহ্ম ত্রিকাল অবাধিত।**

১৩.৮. জগৎ (World) : কোন অর্থে জগৎ মিথ্যা ?
(In what sense is the world unreal?)

শঙ্করের মতে, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা', অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মাই একমাত্র সদ্বস্তু, নামরূপময় জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যে জগতে জীবের জন্ম এবং মৃত্যু, যে জগতে জীবের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়, শঙ্কর তাকে 'মিথ্যা' বলেন কোন্ অর্থে? এই 'মিথ্যা' শব্দটিকে কেন্দ্র করে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা আছে। কাজেই, শঙ্করের জগৎ সম্পর্কে অভিমতের তাৎপর্য অনুধাবনের পূর্বে জানা প্রয়োজন— **শঙ্কর কোন অর্থে জগৎকে 'মিথ্যা' বলেছেন।**

শঙ্করবেদান্তে মিথ্যার দুটি লক্ষণের উল্লেখ আছে। **প্রথম লক্ষণটি হল— 'যা অবাধিত নয়,**

যা বাধিত, তাই মিথ্যা'। স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থায় বাধিত হয়; তাই স্বাপ্ন অভিজ্ঞতা মিথ্যা। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে রজ্জুর জ্ঞান হলে সর্প বাধিত হয়; তাই সর্প মিথ্যা। তেমনি নামরূপময় জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানে বা আত্মাজ্ঞানে বাধিত হয়; তাই জগৎ মিথ্যা। যা অবাধিত, যা সর্বদা অনুবর্তমান কেবল তাই সত্য বা পরমতত্ত্ব। আত্মা বা ব্রহ্মই সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় অনুবর্তমান হওয়ায় কেবল আত্মা বা ব্রহ্মই পরমার্থসৎ। **পারমার্থিক দিক থেকে তাই জগৎ মিথ্যা।**

মিথ্যার **দ্বিতীয় লক্ষণটি হল— 'যা সদসদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ অনির্বচনীয় তাই মিথ্যা'**। 'বিলক্ষণ' অর্থে 'ভিন্ন'। যা সৎ থেকে ভিন্ন, আবার অসৎ থেকেও ভিন্ন, তাই মিথ্যা। শঙ্কর 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দদুটিকে এখানে চরম অর্থে গ্রহণ করেছেন। **যা চূড়ান্তভাবে সৎ অথবা অসৎ নয়, তাই মিথ্যা।** ব্রহ্মই কেবল চূড়ান্ত অর্থে সৎ, আর গগনারবিন্দ, গন্ধর্বনগর, শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি চূড়ান্তভাবে অসৎ বা অলীক। জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় (চূড়ান্ত অর্থে) সৎ নয়, কেননা ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ বাধিত হয়; আবার জগৎ গগনারবিন্দের ন্যায় (চূড়ান্ত অর্থে) অসৎও নয়। অসৎ বস্তু নিঃস্বভাব এবং যা নিঃস্বভাব তা ভাবরূপে প্রতিভাত হয় না; কিন্তু জগৎ ভাবরূপে প্রতিভাত হয়। **জগৎ তাই সদসদ্বিলক্ষণ—অনির্বচনীয়, অর্থাৎ মিথ্যা।**

স্পষ্টতই, শঙ্করের মতে, মিথ্যা যেমন সৎ থেকে ভিন্ন তেমনি অসৎ থেকেও ভিন্ন। মিথ্যা ও অসৎ (অলীক) অভিন্ন নয়। **অসৎ বা অলীক বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না।** গগনারবিন্দের প্রত্যক্ষ হয় না। **কিন্তু মিথ্যা বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়।** রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে রজ্জুস্থলে সর্পের প্রত্যক্ষ হয়। এখানে সর্প মিথ্যা হলেও অসৎ বা অলীক নয়। তদ্রূপ, জগৎ মিথ্যা কিন্তু অলীক নয়, কেননা জগৎ প্রত্যক্ষগোচর।

অলীক বা অসৎ বস্তুর ন্যায় **সদ্বস্তুরও প্রত্যক্ষ হয় না।** ব্রহ্ম বা আত্মা হচ্ছে পরমার্থ-সৎ এবং ব্রহ্ম বা আত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। **অলীক, মিথ্যা ও সত্য**— এই তিন প্রকার বস্তুর মধ্যে, শঙ্করের মতে, **কেবল মিথ্যারই প্রত্যক্ষ হয়।** জগতের প্রত্যক্ষ হয়, কেননা তা, চূড়ান্ত অর্থে, সৎ নয় আবার অসৎও নয়। জগৎ সদসদ্বিলক্ষণ— অনির্বচনীয়। **জগতের এই 'অনির্বচনীয়তা'কেই শঙ্কর 'মিথ্যা' বলেছেন।**

মিথ্যাত্বের এই দুটি লক্ষণ বিদ্যমান থাকায়, স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা, ভ্রমজ্ঞান এবং জগৎ-বিষয়ক জ্ঞান মিথ্যা। তবে, শঙ্করের মতে, জগৎ মিথ্যা হলেও তা স্বপ্নের বিষয় বা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় মিথ্যা নয়। স্বপ্নের বিষয়ের বা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের **প্রাতিভাসিক সত্তা** আছে, আর জাগতিকজ্ঞানের বিষয়ের **ব্যবহারিক সত্তা** আছে। স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থায় বাধিত হয়। ভ্রমজ্ঞানের বিষয় ভ্রমকালে প্রতিভাত হলেও অধিষ্ঠানের জ্ঞান হলে তা বাধিত হয়। এসব জ্ঞানের বিষয় কেবল ব্যক্তিবিশেষের কাজেই প্রতিভাত হয়, সকলের কাছে নয়। শঙ্কর এজাতীয় জ্ঞানের মিথ্যাত্বকে বলেছেন **'ব্যবহারিক মিথ্যা'**। জগৎ-বিষয়ক প্রমাজ্ঞান এমন নয়, কেননা তা সাধারণের অনুভবের বিষয়। ঘট পট জাতীয় প্রমাজ্ঞানের বিষয়কে একজন প্রত্যক্ষ না করলে অপরে তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। তবে, প্রমাজ্ঞানও অবাধিত নয়। ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ-বিষয়ক প্রমাজ্ঞান বাধিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান কোনভাবেই বাধিত হয় না। ব্রহ্মই পরমার্থসৎ। এজন্য, শঙ্কর জগতের মিথ্যাত্বকে বলেছেন **'পারমার্থিক মিথ্যা'**। স্পষ্টতই, স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা ও ভ্রমজ্ঞানের মিথ্যাত্বের সঙ্গে জগৎ-বিষয়কজ্ঞানের মিথ্যাত্বের পার্থক্য আছে। **স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা ও ভ্রমজ্ঞানের মিথ্যাত্ব ব্যবহারিক আর জগৎ-বিষয়ক প্রমাজ্ঞানের মিথ্যাত্ব পারমার্থিক।** ব্যবহারিক দিক থেকে জগৎ-বিষয়ক জ্ঞান সত্য বলে মনে হলেও পারমার্থিক দিক থেকে তা মিথ্যা। জগৎ গগনারবিন্দের ন্যায় অসৎ নয়, আবার

ব্রহ্মের ন্যায় সৎ নয়। **চরম অর্থে, জগৎ সৎ নয়, অসৎও নয়**— জগৎ হচ্ছে সদসদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ মিথ্যা।

শঙ্করের মতে, **জগতের ব্যবহারিক সত্যতা অজ্ঞানজন্য বা অবিদ্যাবশত**। অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশত আমরা জগৎকে সত্য বলে মনে করি এবং কামনা বাসনা তাড়িত হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করি। জ্ঞানের অভাববশত যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নের বিষয়কে সত্য মনে ক'রে ভয়, ভালোবাসা ইত্যাদি অনুভব করে, তেমনি নামরূপময় নানাত্বের জগৎকে সত্য বলে মনে ক'রে কাম, ক্রোধ ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে আমরা দুঃখকষ্ট ভোগ করি। যতক্ষণ অবিদ্যা ততক্ষণই জীবের কাছে জগৎ সত্যরূপে প্রতীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে জগৎ মরীচিকার ন্যায় শূন্যে বিলীন হয় এবং তখন এই সত্য অনুভূত হয় যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সবই ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র। ফেন, বুদ্‌বুদ্, লহরী, তরঙ্গ প্রভৃতি স্বতন্ত্ররূপে প্রতীত হলেও আসলে সেসব জলভিন্ন অন্যকিছু নয়, তেমনি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ভোক্তা, ভোগ্য প্রভৃতি স্বতন্ত্ররূপে মনে হলেও আসলে সেসব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

জগতের নানাত্বের মূলে হচ্ছে এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কারণ, জগৎ কার্য, যদিও জগৎরূপ কার্যের ব্রহ্মভিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আসলে নামরূপময় জগৎ অজ্ঞান বা অবিদ্যার সৃষ্টি। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, ব্রহ্মের বিবর্ত। (**'বিবর্ত' বলতে বোঝায়— 'কারণে মিথ্যা কার্যের প্রতীতি'**— অপরিণামী ব্রহ্মে পরিণামী জগতের প্রতীতি) ধর্মরাজ তাঁর 'বেদান্ত পরিভাষা' নামক গ্রন্থে বিবর্ত ও পরিণামের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। উপাদান কারণ ও কার্যের সত্তা যদি অসমান হয় তাহলে কার্য হবে কারণের বিবর্ত, আর উপাদান কারণ ও কার্যের সত্তা যদি সমান হয় তাহলে কার্য হবে কারণের পরিণাম। মায়া (অজ্ঞান বা অবিদ্যা) ও জগতের সমান সত্তা— উভয়েই সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বচনীয়। এজন্য জগৎকে 'মায়ার পরিণাম' বা 'অজ্ঞানের পরিণাম' বলা চলে। কিন্তু ব্রহ্ম এ জগতের অসমান সত্তা— ব্রহ্ম পারমার্থিক সৎ, জগৎ ব্যবহারিক সৎ। এজন্য জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, পরিণাম নয়। ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হন, জগতে পরিণত হন না। রজ্জুতে সর্পভ্রমে রজ্জু সর্পে পরিণত হয় না, অজ্ঞানবশত রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হয়। এখানে সর্প হচ্ছে রজ্জুর বিবর্ত। তেমনি নামরূপের জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। রজ্জুস্থলে সর্প যেমন ভ্রমমাত্র, ব্রহ্মস্থলে জগৎও তেমনি ভ্রমমাত্র। অজ্ঞান বা অবিদ্যাই হচ্ছে এই প্রকার ভ্রমের কারণ।

অবিদ্যাবশত যেমন রজ্জুস্থলে মিথ্যা সর্পের সৃষ্টি হয়, তেমনি অবিদ্যাবশত ব্রহ্ম থেকে জগতের সৃষ্টি হয়। সর্পভ্রমকালে যেমন প্রতিভাত সর্পের আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়, জগৎভ্রমকালেও তেমনি আমরা প্রতিভাত জগতের কারণস্বরূপ ব্রহ্মের মায়াশক্তির কল্পনা করি এবং মায়া উপহিত ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে জগতের সৃজনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও সংহারকর্তারূপে কল্পনা করি। অজ্ঞব্যক্তি এই প্রকারে নামরূপময় জগতের ব্যাখ্যার জন্য মায়াধীশ ঈশ্বরকে কল্পনা করে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে জগৎ মিথ্যা; কাজেই মায়া মিথ্যা, মায়াধীশ ঈশ্বরও মিথ্যা—সত্য কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বয় ও নির্গুণ ব্রহ্ম।

অধ্যাত্মবাদী অপরাপর দর্শনেও জগৎ সম্পর্কে অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ পেয়েছে। সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক, এমনকি জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনেও জগতের চরম মূল্য স্বীকার করা হয়নি। শঙ্কর-বেদান্তের ন্যায় এসব দর্শনেও একথা বলা হয়েছে যে, অজ্ঞানবশত আমরা মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলে মনে করি, অকাম্য বিষয়কে কামনা করি এবং শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে না পেরে অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করি। ব্যবহারিক জীবনে ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রয়োজনীয়

হলেও সেসবের কোনটিও পরমপুরুষার্থ নয়। ধর্ম বিভেদের সৃষ্টি করে, অর্থ বৈষম্য সৃষ্টি করে, কাম ইন্দ্রিয়সেবাকে চরম মূল্য দিয়ে অশেষ দুঃখের কারণ হতে পারে। জীবনে এসব প্রিয়বস্তু হলেও পরমপ্রাপ্তি বা পরমপুরুষার্থ নয়। সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি বা জ্ঞানলাভই হচ্ছে জীবনের পরমকাম্য। ব্রহ্মই যে পরমার্থসৎ, জীবজগৎ যে ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র— এমন উপলব্ধি হলে ব্রহ্মাভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধ হয় না—সর্ববিষয়ে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে জড়জগতের সঙ্গে জীবজগতের কোন ভেদ নেই, এক জীবের সঙ্গে অন্য জীবের কোন ভেদ নেই। সর্বত্রই অনুবর্তমান এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম—ব্রহ্মই সকল কিছুর আশ্রয় ও অধিষ্ঠান। এমন উপলব্ধি হলে অপ্রেম থাকে না, বিচ্ছেদ বা ভেদবুদ্ধি থাকে না, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ-সংঘাত অন্তর্হিত হয় এবং বিশ্বজনীন প্রেম ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যেন লবণ পুত্তলিকার সমুদ্রে অবগাহন। অবগাহনের পূর্বাবস্থার ফেন, বুদ্‌বুদ, লহরী, তরঙ্গ প্রভৃতি নানাত্বের জগৎ, অবগাহনের পরবর্তী অবস্থায়, তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক ও অভিন্ন সমুদ্ররূপে বিরাজ করে।